বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। ... বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পর দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

106. ''রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন' – তাঁকে লেখক 'সব্যসাচী' বলেছেন কেন ?

(1) একদিকে তিনি ছিলেন কৌশলী, অপরদিকে বীর্যবান।

(2) বাক্যালাপে তাঁর অসাধারণ দক্ষতারজন্য।

(3) বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর অগাধ জ্ঞানের জন্য।

(4) একদিকে তাঁর মনস্বীব্যক্তিত্ব, অপরদিকে তাঁর তেজস্বী রূপ।

107. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতার কোন দিকটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকর্ষণ করত ?

(1) তিনি আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করতেন।

(2) তিনি সভায় নিজেই কথা বলতেন, আর সকলকে চুপ করিয়ে দিতেন।

(3) তিনি সর্বদাই বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বলতেন।

(4) তিনি অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন।

108. রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ?

(1) সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি মল্লযুদ্ধেও তিনি উৎসাহী ছিলেন।

(2) এই অসাধারণ পুরুষটি মৃত্যুর পর দেশবাসীর কাছ থেকে বিশেষ সম্মান লাভ করেননি।

(3) এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ম্যুনিসিপাল সভায়, সেনেট সভায় প্রতিপক্ষ সকলেই ভয় করত।

(4) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল না।

109. রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান। এর কারণ –

(1) মল্লযুদ্ধে তাঁর দক্ষতা।

(2) একাধারে তিনি ছিলেন বাগ্মী ও মনস্বী।

(3) একাধারে তিনি ছিলেন বাগ্মী ও তেজস্বী।

(4) বাক্যালাপে তাঁর মনস্বিতা।

110. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই রচনায় রাজেন্দ্রলালের চরিত্রের যে দিকটি আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে –

(1) সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা।

(2) সভায় সকলকে থামিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার প্রবণতা।

(3) মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার কুশলতা।

(4) যোদ্ধার বেশে দেশবাসীর কাছ থেকে সম্মান লাভের প্রচেষ্টা।

111. "তিনি একাই একটি সভা" – কথাটির তাৎপর্য্য –

(1) বাগ্মীতায় তিনি ছিলেন অসামান্য ।

(2) তিনি ছিলেন সমূহ শক্তির একীকৃত রূপ ।

(3) যোদ্ধৃবেশে তাঁর বিপজ্জনক রুদ্ররূপ ।

(4) তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন অপরাজেয় ।

112. "তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না" – বাক্যটিকে জটিলবাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে –

(1) তেজস্বী ছিলেন বলে তখনকার দিনে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না ।

(2) যেহেতু তিনি তেজস্বী ছিলেন, তাই তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না ।

(3) তিনি তেজস্বী ছিলেন, তাই তখনকার দিনে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না ।

(4) তখনকার দিনে এমন কেহই ছিলনা যে তেজস্বিতায় তাহার সমকক্ষ ।

113. 'সব্যসাচী' শব্দটির অর্থ –

(1) যিনি হৃদয়ে উচ্ছলরূপে বিরাজমান ।

(2) যার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ।

(3) যার দুইহাত সমানে চলে ।

(4) যিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন ।

114. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে চারটি শব্দ দেওয়াহয়েছে । এরমধ্যে কোন শব্দটির অর্থ – 'মুখফিরিয়ে নেওয়া ।'

(1) প্রাঞ্জল ।

(2) কৌশলী ।

(3) পরাভূত ।

(4) পরাঙ্মুখ ।

নির্দেশ : *নিম্নপ্রদত্ত পদ্যাংশটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির (115 থেকে 120 নং প্রশ্ন) নিকটতম উত্তর নির্বাচন করুন ।*

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে, পূজার সময় হ'ল ।'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয় !—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ —
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিক' সাত দিন !'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারী ফুকারী কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !'
মস্‌জিদে কাল শিরণী আছিল, — অঢেল গোস্ত রুটি,
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি ।
এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা — 'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে ! নামাজ পড়িস্ বেটা ?'
ভুখারী কহিল, 'না, বাবা ।' মোল্লা হাঁকিল 'তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা !

— মানুষঃ
— কাজী নজরুল ইসলাম

115. পূজারীর ভজনের উদ্দেশ্য কী ছিল ?

(1) গরীবের দুঃখ দুর করার প্রার্থনা জানানো ।

(2) ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন ।

(3) দেবতার বরে পূজারী থেকে ধনী ব্যক্তি হয়ে যাওয়া ।

(4) সকলের জন্য মঙ্গল কামনা ।

116. "মোল্লা মাহেব হেসে তাই কুটি কুটি" — মোল্লাসাহেবের এই হাসির কারণ কী ?

(1) মুসাফিরের সাতদিন অভুক্ত থাকার কথা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল — তাই ।

(2) মসজিদের শিরণীতে আল্লার কাছে দোয়াজানাতে পারবে-এই ভেবে ।

(3) মসজিদের শিরনীতে বেঁচে যাওয়া গোস্ত-রুটি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে — এই ভেবে ।

(4) মুসাফিরের পোশাকের দুর্দশা দেখে ।

117. 'তিমির রাত্রি, পথজুড়ে তার ক্ষুধার মাণিক জ্বলে" — পংক্তিটির তাৎপর্য্য —

(1) পূজারী মন্দিরের দরজাবন্ধ করে দেওয়ায় অন্ধকার পথে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভিখারীটি অসহায় বোধ করছে ।

(2) ভিখারীটির আগামী দিনগুলি অন্ধকারময়, সেখানে ক্ষুধাই ক্ষুধা । আর কোন আশার আলো সে দেখতে পাচ্ছে না ।

(3) ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্ধকার পথে চলতে চলতে সে স্বপ্ন দেখে — তার চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে মণিমাণিক্যের আলো ।

(4) যে অন্ধকার পথে সে এগিয়ে চলছে সেখানে সে আশার আলো খুঁজে পেয়েছে ।

118. পূজারী ও মোল্লাসাহেবের আচরণে একটি বিশেষ সাদৃষ্য কবি নজরুল এই দুইটি অনুচ্ছেদে তুলে ধরেছেন — সেটি হল —

(1) চূড়ান্ত ধর্ম পরায়ণতা ।

(2) ঈশ্বরের/আল্লার প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ।

(3) সকলের মঙ্গলসাধনে তারা উৎসর্গীকৃত প্রাণ ।

(4) চূড়ান্ত স্বার্থপরতা ।

119. 'পান্থ' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ কবিতাতে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হল —

(1) ফুকারি

(2) মুসাফির

(3) মোল্লা

(4) আজারি

120. "ভ্যালা হল দেখি ল্যাঠা" — এর অর্থ —

(1) এতো দেখি ভালো বিপদ হলো ।

(2) লেঠেল দিয়ে ভালো করে পেটা দেখি ।

(3) লাঠি দিয়ে ভালো করে পেটা দেখি ।

(4) ভালোয় ভালোয় এখান থেকে পালা দেখি ।

যে-সব পরীক্ষার্থী **বাংলা** কে

ভাষা II হিসাবে নির্বাচিত করেছেন,

তারা-ই শুধু এই অংশের উত্তর

দেবেন ।

ভাগ V
ভাষা II
বাংলা

নির্দেশ : নীচের প্রশ্নগুলির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর নির্বাচন করুন ।

121. কোন পরিভাষাটি নীচে প্রদত্ত শিক্ষণ পদ্ধতিকে সঠিক ভাবে বোঝাতে পারে — "বক্তার বক্তব্য বুঝতে একটি সুচিন্তিত বিচার গড়ে উঠবে ।"

(1) সক্রিয় শ্রবণদক্ষতা (active listening) ।

(2) সচেতন আবেদন (conscious approach) ।

(3) পারস্পরিক বোঝাপড়ার দক্ষতা (ability to interact) ।

(4) নিষ্ক্রিয় শ্রবণদক্ষতা (passive listening) ।

122. পরিকল্পিত উপায়ে বিশেষভাবে শরণাপন্ন শিক্ষার্থী (special needs students) — দের ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, কিন্তু পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্টগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ-ভাবে বজায় রাখার প্রচেষ্টা — এটি একটি —

(1) গ্রহণশীল (inclusive) প্রচেষ্টা ।

(2) শৃঙ্খলিত (disciplined) প্রচেষ্টা ।

(3) সৃজনশীল (creative) প্রচেষ্টা ।

(4) সর্বার্থসাধক (comprehensive) প্রচেষ্টা ।

123. যদি সমস্ত শিক্ষার্থীগণ তাদের মতামত যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তাদের সম্পর্কে যে বিচার দেওয়া হবে তা বুঝতে পারে এবং যে পাঠ্য বিষয়টি তারা পড়ছে তা সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে — এইরূপ সম্ভব করার জন্য লক্ষ্য ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন —

(1) অপরিমিত শব্দভান্ডার ।

(2) মাতৃভাষার সাথে অন্যভাষার শব্দ ব্যবহার ।

(3) ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়মগুলি মুখস্থ করা ।

(4) ভাষার গঠনরীতি বুঝে নেওয়া এবং তার প্রয়োগ ।

124. নীচের কোন বিবৃতিটি সঠিক ?

(1) একটি পাঠ পড়ানোর আগে অথবা পড়ে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন অবশ্যই হওয়া উচিত যা অত্যন্ত কার্যকরী ।

(2) সমস্ত পার্বিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শিক্ষণ — শিখনের উন্নয়ন ।

(3) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ণ — একটি শিক্ষার্থী ভাল (good), সাধারণ (average) না দুর্বল (poor) — এটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে ।

(4) সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কার্য মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সাধিত করে ।

125. দ্বিতীয় ভাষায় ভাষাগত দক্ষতাঅর্জন একটি অভ্যাসের ব্যাপার । এর অর্থ —

(1) সঠিক শব্দ ও পদবিন্যাসের দ্বারা বাক্য গঠন ।

(2) ধ্বনি, শব্দ, প্রকাশভঙ্গি এবং অর্থ শিখতে হবে ।

(3) স্থানীয় লোকেদের মতো বাক্য গঠন ।

(4) সাধারণ কথাবার্তায় যে বিশেষ বাক্য ব্যবহার করা হয় তা মুখস্থ করতে হবে ।

126. যখন কোন শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট শিখন অযোগ্যতার লক্ষণ নির্ধারিত করা সম্ভব হয়, তখন সেই তথ্যের ভিত্তিতে পঠন ও লিখনের মধ্যস্থতা করা সম্ভব হবে —

(1) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভ্যাস করিয়ে ।

(2) পিতা-মাতাকে পরামর্শদানের মাধ্যমে (Parental counselling) ।

(3) সংশোধনমূলক শিক্ষনের মাধ্যমে (Remedial teaching) ।

(4) শিক্ষার্থীকে পরামর্শদানের মাধ্যমে (student counselling) ।

127. লক্ষ্য ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শিক্ষণ —

(1) ব্যাকরণের সার্বিকজ্ঞান লাভের জন্য প্রযুক্তিমূলক উপকরণ (technological aids) অত্যন্ত প্রয়োজন ।

(2) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ দাবী করে ।

(3) পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ণ করে এবং ভাষা যে নিয়মে আবদ্ধ তার প্রতি সচেতনতার বিকাশ ঘটায় ।

(4) ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের প্রোৎসাহিত করে ।

128. বন্ধনীভুক্ত কোন্ বয়সী শিক্ষার্থীরা তাদের আহরিত বিশেষ ভাষা অভিজ্ঞতার দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় এবং সেই ভাষার পরিমাণ এবং সার্থকতাকে নিয়ন্ত্রণ — করার চেষ্টা করে —

(1) (9 – 12) বছর ।

(2) (1 – 4) বছর ।

(3) (15 – 17) বছর ।

(4) (10 – 14) বছর ।

129. একটি দ্বিভাষিক শিক্ষামূলক শ্রেণীকক্ষে (bilingual education classroom) —

(1) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষা এবং লক্ষ্য ভাষা — দুটোতেই কথা বলবেন ।

(2) শিক্ষক কেবলমাত্র লক্ষ্য ভাষা বলবেন ।

(3) শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে একই ভাষা ব্যবহার করবে ।

(4) শিক্ষার্থীদের ভাষাতেই শিক্ষক কথা বলবেন ।

130. একজন শিক্ষক তাঁর বক্তৃতার আধুনিকীকরণ করার জন্য একটি নথিভুক্ত চিত্র এবং সংকলিত অনুষ্ঠানের দর্শনভিত্তিক নথি (video editing programme) ব্যবহার করেন এবং গৃহকার্যের ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহার করতে দেন । এই প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে —

(1) একটি অসাধারণ উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেকে উন্মোচিত করতে ।

(2) নিজেকে প্রোৎসাহিত করতে এবং নিজে নিজে পড়তে ।

(3) নিজের স্বতন্ত্র আগ্রহকে খুঁজে পেতে ।

(4) কেবলমাত্র নির্দেশিত বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন থেকে দূরে সরে থাকতে ।

131. ভাষামনস্তত্ত্বে যথাযথ প্রাসঙ্গিক ব্যাকরণ বলতে বোঝায় —

(1) অভ্যাসকার্যের উপর কম গুরুত্ব দিয়ে ব্যাকরণ ও লিখিত কার্যের মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করা ।

(2) ব্যাকরণের পরিচ্ছন্ন শিক্ষণ প্রণালী ।

(3) বিশুদ্ধি করণের জন্য নথিভূক্ত সাধারণ বার্তালাপ শ্রবণ ।

(4) গৃহীত কার্যাবলির অর্জিত দক্ষতার (acquisition) মাধ্যমে ব্যাকরণশেখা, যেমন, পঠন এবং শ্রবণ ।

132. একজন শিক্ষার্থী চিন্তাগ্রস্ত, তাকে অন্যমনস্ক লাগছে, এবং যতটা গ্রহণ করা উচিত তার কাছ থেকে ততটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না । এরূপ অবস্থা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে যে বাঁধার সৃষ্টি করে তা হল —

(1) মানসিক বিকার জনিত ।

(2) জ্ঞান সংক্রান্ত ।

(3) আবেগ জনিত ।

(4) শারিরীক ।

133. কী ধরণের প্রশ্ন শিশুদের চিন্তাশক্তির প্রসারে সহায়তা করবে ?

(1) সম্পূর্ণভাবে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর প্রশ্ন ।

(2) ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন (Personal response questions) ।

(3) বদ্ধ-প্রশ্ন (Closed-ended questions) ।

(4) বাস্তব তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন (Factual questions) ।

134. লিখিত কার্য মূল্যায়নের পঞ্চম স্তরে একটি শিক্ষার্থী বিশেষ দক্ষতা লাভ করবে এবং এমন ভাষা ব্যবহার করবে যা পাঠকের মনে প্রভাব ফেলবে । এই লিখিত কার্যটি সম্পর্কে লেখকের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে —

(1) কাল্পনিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করবে ।

(2) একটি বিস্তৃত বিবরণ পেশ করবে ।

(3) আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত করবে ।

(4) একটি সুনির্দেশিত সারমর্ম লিখবে ।

135. যা বলা হল শিক্ষার্থীকে তা নিজের ভাষায় বলতে বলা —

(1) সমা-হরণ ।

(2) তথ্যপরিবেশন ।

(3) সংক্ষেপিকরণ ।

(4) পুণঃস্মরণ ।

নির্দেশ : নিম্নপ্রদত্ত গদ্যাংশটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির (136 থেকে 144 নং প্রশ্ন) নিকটতম উত্তর নির্বাচন করুন ।

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভালো করে দেখলে । পর্টুগিজ গবর্ণমেন্টের ফরেস্ট সার্ভের ম্যাপ, 1873 সালের রয়েল মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে আঁকা ও জিম কাটারের সইযুক্ত একখানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া নক্সা । আলভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ ভালো করে বুঝতে একবারও চেষ্টা করে নি, এখন এই ম্যাপ বোঝার

উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে । সরল্‌বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে । এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি বিন্দুর দিক নির্ণয় করতে হবে, রিখটারস্‌ভেল্ড অরণ্যের এ গোলকধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে — সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে ।

অনেক দেখবার পর শঙ্কর বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই — এই আলভারেজের ও জিম কাটারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া । তাও সেগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এক সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য । কারণ, এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায় ।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মতো পূব দিকে রওনা হল । যাবার আগে কিছু বনফুলের মালা গেঁথে আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে ।

'বুশ ক্রাফ্‌ট' বলে একটা জিনিস আছে । সুবিস্তীর্ণ, বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিদ্যা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী । আলভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোরা-ঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু-কিছু বুশ ক্রাফ্‌ট শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে ? শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভালো থাকলে বন পার হতে পারবে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয় — মৃত্যু !

দুটো-তিনটো ছোটি পাহাড় সে পার হয়ে চলল । বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা । কিন্তু প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনস্পতির আর শেষ নেই । শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌছানো গিয়েছে । কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যান্ট বা টুসক ঘাস জন্মায় না । কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে — শুধু বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ ।

— চাঁদের পাহাড় : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

136. অনুচ্ছেদটিতে শঙ্করকে খুব অসহায় মনে হয়েছে । এর কারণ —

(1) দুঃসাহসিক অভিযানে সহযাত্রীর মৃত্যু ।

(2) প্রকৃত বন্ধুর অভাব ।

(3) অরণ্যে পথচলায় অভিজ্ঞতার অভাব ।

(4) জংলী জানোয়ারের ভয় ।

137. অরণ্যের গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার পেতে কোন জিনিষটি শঙ্করকে কিছুটা দিক্ নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল —

(1) মেরিন সার্ভের তৈরি উপকূলের ম্যাপ ।

(2) আলভারেজের হাতে আঁকা নক্সা ।

(3) পর্টুগিজ গবর্ণমেন্টের ফরেস্ট সার্ভের ম্যাপ ।

(4) স্যার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ ।

138. আলভারেজের হাতে আঁকা নক্সাটি যে অনেক পুরনো ছিল তা কীভাবে বোঝা যায় ?

(1) নক্সাটিতে জিম কার্টারের সই ছিল ।

(2) নক্সাটিতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল ।

(3) নক্সাটি জীর্ণ ও বিবর্ণ ছিল ।

(4) নক্সাটি হাতে আঁকা ছিল ।

139. আলভারেজ ও জিম কার্টারের নক্সাটিতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পিছনে কী কারণ ছিল —

(1) শঙ্কর আলভারেজের ভাষা বুঝত না বলে ।

(2) যাতে নক্সাটি পড়ে যে ধনের সন্ধানে তারা চলেছে তাঁর রাস্তা কেউ খুঁজে না পায় ।

(3) যাতে নক্সাটি শঙ্করের কাছে দুর্বোধ্য থাকে ।

(4) আলভারেজ পড়াশুনা জানত না বলে ।

140. '' 'বুশ ক্রাফ্‌ট' বলে একটা জিনিষ আছে'' — জিনিষটি কী ?

(1) বন একা পাড়ি দেবার সামগ্রিক দক্ষতা ।

(2) ঘাসের জঙ্গল ।

(3) শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে তৈরি ঘর সাজানোর জিনিষ ।

(4) ঘন অরণ্যে সুরক্ষিত ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা ।

141. কীভাবে শঙ্কর বুঝতে পারল যে অরণ্যের প্রান্তসীমা এখন ও অনেক দূরে ?

(1) আশেপাশে টুসক ঘাসের জঙ্গল দেখতে না পেয়ে ।

(2) দু-তিনটে ছোট ছোট পাহাড় পেরিয়ে সে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল বলে ।

(3) চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি আর নিচু বনঝোপ দেখতে পেয়ে ।

(4) চারিদিকে দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল দেখতে পেয়ে ।

142. ''ভাগ্য প্রসন্ন না হয় — মৃত্যু'' — ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পিছনে শঙ্করের কীরূপ মানসিকতা কাজ করছিল ?

(1) আলভারেজের মৃত্যুতে এক অজানা ভয় শঙ্করকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল ।

(2) শঙ্করের বিশ্বাস ছিল — ভাগ্যই সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি ।

(3) শঙ্কর বুঝতে পেরেছিল সঙ্গীহীন অবস্থায় বনপথে একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা তার নেই ।

(4) আলভারেজকে হারিয়ে শঙ্করের মনের জোর কমে গিয়েছিল ।

143. 'বনফুল' — এর ব্যাসবাক্যটি যদি হয় 'বনে ফোটে যে ফুল' — তবে এটি কোন সমাস —

(1) রূপক কর্মধারয় ।

(2) সাধারণ কর্মধারয় ।

(3) উপমিত কর্মধারয় ।

(4) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ।

144. ''যাবার আগে-কিছু বনফুলের মালা গেঁথে আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে'' — ''আলভারেজের সমাধির উপর'' — এটি কোন কারক ?

(1) কর্ম কারক ।

(2) অধিকরণ কারক ।

(3) করণ কারক ।

(4) অপাদান কারক ।

নির্দেশ : নিম্নপ্রদত্ত গদ্যাংশটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির (145 থেকে 150 নং প্রশ্ন) নিকটতম উত্তর নির্বাচন করুন ।

আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন, এই চার মাস সাঁওতাল বাহিনীর সঙ্গে পরতাপ, বালি, জিল্লু এবং পিয়ারবক্স এই চারজন বাজিকর যুবক পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল । লোহার কাজে ছিল তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা । সেই দক্ষতা এখন প্রয়োজনে লাগে । অস্থায়ী শিবির যেখানেই হয় প্রথমেই কামারের হাপর বসে সেখানে । তীরের ফলা, বল্লম, তরোয়াল ইত্যাদি লোহার অস্ত্র তৈরি হয় সেখানে । অস্ত্রের প্রয়োজন দিনদিন বাড়ছে । নিত্যনতুন সাঁওতাল দল গ্রাম ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে ।

পীরপৈঁতি পাহাড়ে অনেক চমক হয়েছিল । ইংরেজদের অতবড় বাহিনীর পরাজয় এবং পলায়ন, ডুমকার সঙ্গে বাজিকর যুবকদের মিলন, তাদের সাহায্যে চেতন মাঝির উদ্ধার — এসব ঘটনায় শিবিরে সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও প্রাণবন্ত উৎসব চলে ।

তারপর যুদ্ধ আর যুদ্ধ । গ্রামের পর গ্রামে সাঁওতাল বাহিনী জমিদার, পুলিশ, মহাজন এবং ঘাটোয়ালদের কচুকাটা করে 'ফারকাটি' অর্থাৎ সর্বস্ব শোধ দিল । মুক্ত হল তাদের সব ঋণ থেকে । শোষণে ও অত্যাচারে তারা নির্মম হয়েছিল । কোথাও কোথাও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও তারা রেহাই দেয়নি । নারায়ণপুরের জমিদারকে তারা হত্যা করেছিল নৃশংসভাবে ।

সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দখলে এল । তারপর দানাপুরের সামরিক ঘাঁটি থেকে সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজরা সাঁওতাল গ্রামগুলোর উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল । তারপর যা শুরু হল তা যুদ্ধ নয়, নিতান্তই গণহত্যা । পাহাড়ে ও জঙ্গলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে সাঁওতালরা অসহায়ের মতো মরছিল । মাথার উপরে ছিল না কোনো আচ্ছাদন, ছিল না খাদ্যের কোনো জোগান ।

আশ্বিন মাসে সংগ্রামপুরের কাছে পাহাড়ে সাঁওতালরা শিবির স্থাপন করল । একটা মরিয়া ভাব সবার মধ্যেই তখন তীব্র হয়ে উঠেছে । বিদ্রোহের নেতারা দিনেরাতে আলোচনায় বসছে, সভা করছে, সৈন্যদের মনোবল বাড়াচ্ছে । বন্দুককামানের বিরুদ্ধে তিরধনুক, বল্লম, তরোয়ালের যুদ্ধ । কাজেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অসাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়া এরকম যুদ্ধের মোকাবিলা করা সাঁওতালদের পক্ষে সম্ভব ছিল না ।

পরতাপ, বালি ইত্যাদি বাজিকরেরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে । বস্তুত, যে কারণে তারা পীরপৈঁতির ইংরেজ ঘাঁটি ত্যাগ করে সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তার মধ্যে মহত্তর কিছু সেই মুহূর্তে ছিল না । ডুমকা সোরেনের পরিবার ও অন্য সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে একটা আকর্ষণ তাদের জন্মেছিল ।

— রহুচন্ডালের হাড় : অভিজিৎ সেন

145. সাঁওতাল বাহিনীতে চারজন যুবকের প্রধান কী কাজ ছিল ?

(1) যুদ্ধের জন্য তারা লোহার অস্ত্র তৈরী করত ।

(2) বাজিকর ছিল বলে তারা শত্রুকে বশ করতে পারত ।

(3) পাহাড় জঙ্গলে তারা বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করত ।

(4) যুদ্ধক্ষেত্রে তারা প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত ।

146. "শিবিরে সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও প্রাণবন্ত উৎসব চলে" — এই উৎসব কীসের ?

(1) এই উৎসব বাজিকর যুবকদের সাহায্যে চেতন মাঝির উদ্ধারের আনন্দে ।

(2) এই উৎসব যে কোন প্রকার ছোট-বড় জয় ও মিলনের আনন্দে ।

(3) এই উৎসব ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করার আনন্দে ।

(4) এই উৎসব ডুমকার সঙ্গে বাজিকর যুবকদের মিলনের আনন্দে ।

147. "মুক্ত হলো তাদের সব ঋণ থেকে" — কীভাবে তারা ঋণমুক্ত হল ?

(1) ইংরাজ বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে ।

(2) সাঁওতাল বাহিনীর যে খাজনা বাকী ছিল তা জমিদারকে শোধ দিয়ে ।

(3) সাঁওতাল বাহিনী যে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে ।

(4) মহাজনের ঋণ শোধ করে ।

148. "বন্দুক কামানের বিরুদ্ধে তিরধনুক, বল্লম, তরোয়ালের যুদ্ধ — এই অসম যুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের সেই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল —

(1) তীব্র অপরাধবোধ ও অস্ত্রত্যাগের মাধ্যমে পরাজয় স্বীকারের ।

(2) আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের ।

(3) আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর ।

(4) তীব্র আকাঙ্খা ও অসাধারণ মানসিক শক্তির ।

149. ঘাটোয়ালদের 'কচুকাটা' করে — কচুকাটা শব্দটি কী জাতীয় শব্দ ?

(1) সমাসজাত শব্দ ।

(2) সন্ধিবদ্ধ শব্দ ।

(3) প্রত্যয়ান্ত শব্দ ।

(4) ধ্বন্যাত্মক শব্দ ।

150. 'তারপর যুদ্ধ আর যুদ্ধ' — এর অর্থ — তার পর —

(1) যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ ।

(2) লাগাতার যুদ্ধ ।

(3) যুদ্ধের পর যুদ্ধ ।

(4) যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ ।

নিম্নলিখিত নির্দেশ গুলি মন দিয়ে পড়ুন :

1. প্রতিটি প্রশ্নের চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তর হিসেবে OMR উত্তর পত্রে কেবল একটিমাত্র বৃত্তকেই নীল/কালো বল পয়েন্ট পেন দিয়ে ভরাট করতে হবে । একবার উত্তর চিহ্নিত করণ হয়ে গেলে, তা আর বদলানো যাবে না ।
2. পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উত্তর পত্রটিতে কিছুতেই ভাঁজ ফেলা চলবেনা, অন্য কোনো রকম দাগ লাগানো চলবে না । পরীক্ষার্থী তার ক্রমিক সংখ্যাটি (Roll No.) নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোনোখানেই উল্লেখ করবেন না ।
3. পরীক্ষা পুস্তিকা এবং উত্তর পত্র সাবধানতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করবেন । কোনো কারণে তা খারাপ বা নষ্ট হলে দ্বিতীয় পরীক্ষা পুস্তিকা দেওয়া হবে না । (শুধুমাত্র পরীক্ষা পুস্তিকা এবং উত্তর পত্রের কোড নম্বরের মধ্যে অমিল থাকলেই দ্বিতীয় পরীক্ষা-পুস্তিকা দেওয়া হবে ।)
4. পরীক্ষার্থী হাজিরা-পত্রে (Attendance Sheet) ঠিক মতো পরীক্ষা পুস্তিকা/উত্তর পত্রে মুদ্রিত পরীক্ষা পুস্তিকার কোড নম্বরটি লিখবেন ।
5. পরীক্ষার্থীকে কেবল প্রবেশ পত্র বা Admit Card ছাড়া অন্য কোনো পাঠ্য বস্তু, ছাপা বা হাতে-লেখা, কাগজের টুকরো, পেজার, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক উপকরণ বা অন্য কোনো দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা হল-এ ঢুকতে দেওয়া হবে না ।
6. পরীক্ষা-নিরীক্ষক চাইলে পরীক্ষার্থী তার প্রবেশপত্র তাঁকে দেখাবেন ।
7. পরীক্ষা-নিরীক্ষক বা তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া পরীক্ষার্থী তার আসন ছেড়ে উঠবেন না ।
8. কর্মরত নিরীক্ষকের হাতে নিজের উত্তর পত্র জমা না দিয়ে এবং হাজিরা পত্রে দুবার স্বাক্ষর না করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হল্ থেকে বেরোবেন না । যদি কোনো পরীক্ষার্থী হাজিরা পত্রে দ্বিতীয় বার স্বাক্ষর না করেন, তবে এটাই ধরে নেওয়া হবে যে তিনি তাঁর উত্তর পত্র জমা করেন নি – এবং ব্যাপারটিকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে ।
9. ইলেক্ট্রনিক/হস্তচালিত ক্যাল্কুলেটরর ব্যবহার নিষিদ্ধ ।
10. পরীক্ষা হলের মধ্যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা-বোর্ড-নির্ধারিত যাবতীয় নীতি-নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য । কোনো রকম অনভিপ্রেত আচরণের বিচার ও তার সিদ্ধান্ত বোর্ডের নিয়ম-অধিনিয়ম অনুযায়ীই সম্পন্ন হবে ।
11. কোনো রকম পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা পুস্তিকা ও উত্তর পত্রের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করা চলবে না ।
12. **পরীক্ষা শেষ হলে, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা-কক্ষ ছাড়ার আগে তাঁর উত্তর পত্রটি অবশ্যই কক্ষ-নিরীক্ষকের হাতে জমা দেবেন । পরীক্ষা পুস্তিকাটি অবশ্য জমা করার দরকার নেই – পরীক্ষার্থী সেটা নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন ।**

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :

1. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened completely with Blue/Black Ball Point Pen on Side-2 of the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be changed.
2. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.
3. Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Test Booklet Code or Number and Answer Sheet Code or Number), another set will be provided.
4. The candidates will write the correct Test Booklet Code and Number as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
5. Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the Examination Hall/Room.
6. Each candidate must show on demand his / her Admission Card to the Invigilator.
7. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, should leave his / her seat.
8. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet a second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. **The candidates are also required to put their left-hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet.**
9. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
10. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
11. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
12. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Room/Hall.** ***The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.***

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर के लिए OMR उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर केवल एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पॉइन्ट पेन से भरें । एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है ।
2. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ । परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें ।
3. परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र के संकेत या संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी ।
4. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत व संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से हाज़िरी-पत्र में लिखें ।
5. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश कार्ड के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज़ की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है ।
6. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-कार्ड दिखाएँ ।
7. अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें ।
8. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं हाज़िरी-पत्र पर दुबारा हस्ताक्षर किए बिना परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे । यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार हाज़िरी-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा । **परीक्षार्थी अपने बाएँ हाथ के अँगूठे का निशान हाज़िरी-पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाएँ ।**
9. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है ।
10. परीक्षा-हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी बोर्ड के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं । अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा ।
11. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें ।
12. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष-निरीक्षक को अवश्य सौंप दें ।** ***परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं ।***

SEAL

Test Booklet No.
परीक्षा पुस्तिका संख्या

This Booklet contains 20 pages.
इस पुस्तिका में 20 पृष्ठ हैं ।

JPC14–I

PAPER I / प्रश्न-पत्र I
PART IV & V / भाग IV & V
Bengali Language Supplement
बंगाली भाषा परिशिष्ट

Test Booklet Code
परीक्षा पुस्तिका संकेत

P

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.
इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए ।
Read carefully the Instructions on the Back Cover (Page 19 & 20) of this Test Booklet.
इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण (पृष्ठ 19 व 20) पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।

For instructions in Bengali see Page 2 of this booklet. / बंगाली में निर्देशों के लिए इस पुस्तिका का पृष्ठ 2 देखें ।

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for those candidates who wish to answer **EITHER** Part IV (Language I) **OR** Part V (Language II) in **BENGALI** language, but **NOT BOTH**.
2. Candidates are required to answer Parts I, II, III from the Main Test Booklet and Parts IV and V from the languages chosen by them.
3. Questions on English and Hindi languages for Part IV and Part V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses in the Answer Sheet.
5. The CODE for this Language Booklet is **P**. Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.
6. This Test Booklet has **two** Parts, IV and V consisting of **60** Objective Type Questions, and each carries 1 mark :
   Part IV : Language I – (Bengali) *(Q. Nos. 91 – 120)*
   Part V : Language II – (Bengali) *(Q. Nos. 121 – 150)*
7. Part IV contains 30 questions for Language I and Part V contains 30 questions for Language II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Bengali language have been given. **In case the language(s) you have opted for as Language I and/or Language II is a language other than Bengali, please ask for a Test Booklet that contains questions on that language. The languages being answered must tally with the languages opted for in your Application Form.**
8. **Candidates are required to attempt questions in Part V (Language II) in a language other than the one chosen as Language I (in Part IV) from the list of languages.**
9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same.
10. The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. यह पुस्तिका मुख्य परीक्षा पुस्तिका की एक परिशिष्ट है, उन परीक्षार्थियों के लिए जो या तो भाग IV (भाषा I) या भाग V (भाषा II) बंगाली भाषा में देना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं ।
2. परीक्षार्थी भाग I, II, III के उत्तर मुख्य परीक्षा पुस्तिका से दें और भाग IV व V के उत्तर उनके द्वारा चुनी भाषाओं से ।
3. अंग्रेज़ी व हिन्दी भाषा पर प्रश्न मुख्य परीक्षा पुस्तिका में भाग IV व भाग V के अन्तर्गत दिए गए हैं । भाषा परिशिष्टों को आप अलग से माँग सकते हैं ।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें ।
5. इस भाषा पुस्तिका का **संकेत है P**. यह सुनिश्चित कर लें कि इस भाषा परिशिष्ट पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के **पृष्ठ-2** एवं मुख्य प्रश्न पुस्तिका पर छपे संकेत से मिलता है । अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी भाषा परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएँ ।
6. इस परीक्षा पुस्तिका में दो भाग IV और V हैं, जिनमें **60** वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तथा प्रत्येक 1 अंक का है :
   भाग IV : भाषा I – (बंगाली) *(प्रश्न सं. 91 - 120)*
   भाग V : भाषा II – (बंगाली) *(प्रश्न सं. 121 - 150)*
7. भाग IV में भाषा I के लिए 30 प्रश्न और भाग V में भाषा II के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं । इस परीक्षा पुस्तिका में केवल बंगाली भाषा से सम्बन्धित प्रश्न दिए गए हैं । **यदि भाषा I और/या भाषा II में आपके द्वारा चुनी गई भाषा(एँ) बंगाली के अलावा है तो कृपया उस भाषा वाली परीक्षा पुस्तिका माँग लीजिए । जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिएँ ।**
8. **परीक्षार्थी भाग V (भाषा II) के लिए, भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा I (भाग IV) में चुनी गई भाषा से भिन्न हो ।**
9. एक कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें ।
10. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें । अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें । उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है ।

SEAL

Name of the Candidate (in Capitals) : _____
परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Roll Number (अनुक्रमांक) : in figures (अंकों में) _____
: in words (शब्दों में) _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____
परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Facsimile signature stamp of Centre Superintendent _____

বর্তমান পুস্তিকাটি 20 পৃষ্ঠা সমন্বিত ।

JPC14–I
প্রশ্ন পত্র I
ভাগ IV & V
বাংলা ভাষা পরিশিষ্ট

পরীক্ষা পুস্তিকা কোড

P

যতক্ষণ পর্যন্ত না বলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা পুস্তিকাটি খুলবেন না ।

পরীক্ষা পুস্তিকাটির পিছনের আবরণীতে (পৃষ্ঠ 19 এবং 20) মুদ্রিত নির্দেশ গুলি মন দিয়ে পড়ুন ।

পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ

1. যে সব পরীক্ষার্থী **বাংলা** ভাষায় ভাগ IV (ভাষা I) (Part IV, Language I) **অথবা** ভাগ V (ভাষা II) (Part V, Language II) – এর কিন্তু দুটিরই নয় – উত্তর দিতে চান, তাঁদের জন্য এই পুস্তিকাটি মুখ্য পরীক্ষা পুস্তিকার একটি পরিশিষ্ট বিশেষ ।
2. পরীক্ষার্থীরা ভাগ I, II, III এর উত্তর মুখ্য পরীক্ষা পুস্তিকা থেকে দেবেন এবং ভাগ IV এবং V এর উত্তর তাদের নিজেদের নির্বাচিত ভাষার থেকে দেবেন ।
3. ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার উপর প্রশ্ন মুখ্য পরীক্ষা পুস্তিকার ভাগ IV এবং ভাগ V এ দেওয়া আছে । পরীক্ষার্থীরা আলাদা করে ভাষা-পরিশিষ্টগুলি (Language Supplements) চেয়ে নিতে পারেন ।
4. এই পৃষ্ঠার বিবরণ গুলি লেখার জন্য এবং উত্তর পত্রে উত্তর চিহ্নিত করণের জন্য **কেবলমাত্র নীল/কালো বল্ পয়েন্ট্ পেনই** ব্যবহার করতে হবে ।
5. বর্তমান ভাষা-পুস্তিকার (Language Booklet) কোড **P**. এই ভাষা পরিশিষ্ট পুস্তিকার কোড এবং উত্তর পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কোড ও মুখ্য পরীক্ষা পুস্তিকার উপরে মুদ্রিত কোড একই কি না, পরীক্ষার্থীরা সেটা অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নেবেন । কোড এক না হলে পরীক্ষার্থী অবিলম্বে পরীক্ষা নিরীক্ষক (invigilator) – এর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং তাকে ভাষা পরিশিষ্ট পরীক্ষা পুস্তিকাটি বদলে দিতে বলবেন ।
6. এই পরীক্ষা পুস্তিকাটি IV এবং V – এই দুই ভাগে বিন্যস্ত এবং এর মধ্যে **60**টি বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন (Objective Type Questions) বর্তমান । প্রতিটি বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন 1 নম্বরের ।

   ভাগ IV : ভাষা I – (বাংলা) *(প্রশ্ন সংখ্যা : 91 থেকে 120)*

   ভাগ V : ভাষা II – (বাংলা) *(প্রশ্ন সংখ্যা : 121 থেকে 150)*
7. ভাগ IV এ ভাষা I এর জন্য আছে 30টি প্রশ্ন এবং ভাগ V এ ভাষা II এর জন্য আছে 30টি প্রশ্ন । যদি ভাষা I এবং/অথবা ভাষা II এর জন্য আপনার নির্বাচিত ভাষাটি (গুলি) বাংলা না হয়ে অন্য কিছু হয় – তা হলে অনুগ্রহ করে আপনার নির্বাচিত ভাষার পরীক্ষা পুস্তিকা চেয়ে নিন । আপনি আপনার আবেদন পত্রে (Application Form) যে নির্বাচিত ভাষার উল্লেখ করেছেন, আপনাকে ঠিক সেই ভাষাতেই উত্তর লিখতে হবে ।
8. পরীক্ষার্থীদের ভাগ V (ভাষা II) এর প্রশ্নোত্তরের জন্য প্রদত্ত ভাষা-তালিকা থেকে এমন একটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে – যা তার ভাষা I (ভাগ IV) এর জন্য নির্বাচিত ভাষা থেকে আলাদা । অর্থাৎ ভাষা I (ভাগ IV) এবং ভাগ V (ভাষা II) এর প্রশ্নোত্তরের জন্য একই ভাষা নির্বাচন চলবে না ।
9. পরীক্ষা পুস্তিকায় পরীক্ষার্থীর নিজের কাজ (rough work) – এর জন্য নির্দিষ্ট খালি জায়গার মধ্যেই rough work করতে হবে।
10. সব উত্তর OMR উত্তর-পত্রের মধ্যেই চিহ্নিত করতে হবে । উত্তর চিহ্নিত করণের কাজটি সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে ।

পরীক্ষার্থীর নাম (ছাপার অক্ষরে) _____

ক্রমিক সংখ্যা : (সংখ্যায়) _____

: (অক্ষরে) _____

পরীক্ষা কেন্দ্র (ছাপার অক্ষরে) : _____

পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর : _____ পরীক্ষা নিরীক্ষকের স্বাক্ষর : _____

Facsimile signature stamp of
Centre Superintendent _____

যে-সব পরীক্ষার্থী **বাংলা** কে

ভাষা I হিসাবে নির্বাচিত করেছেন,

তারা-ই শুধু এই অংশের উত্তর

দেবেন ।

ভাগ IV
ভাষা I
বাংলা

নির্দেশ : নীচের প্রশ্নগুলির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উত্তরটি নির্বাচন করুন ।

91. শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যবিষয়, চিত্রলেখ (graphics), চলচ্চিত্র (animation) এবং ধ্বনির একীকরণ কোন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য —
(1) বহুধামাধ্যম (multimedia) ।
(2) নীতি শিক্ষামূলক বর্ণনা (didactic illustrations) ।
(3) অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা (heuristics) ।
(4) পাঠ্যবিষয়গত বিশ্লেষণ (textual illustrations) ।

92. চতুর্থ শ্রেণীতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ভাষা নির্বাচনের সময় কোন নীতিটি গ্রহণযোগ্য —
(1) বিষয়টিতে উত্তরে প্রত্যাশিত শব্দসংখ্যা ।
(2) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance) ।
(3) সুসজ্জিত ভাষার ব্যবহার (Use of flowery language) ।
(4) অনিশ্চিত ভাষার ব্যবহার (Use of ambiguous language) ।

93. ব্যাকরণ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল —
(1) শিক্ষার্থীর বাচন দক্ষতার উন্নয়ন ।
(2) শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ।
(3) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতার মূল্যায়ণ ।
(4) উচ্চারণ ও নির্ভুল ব্যবহারের উন্নতি সাধন ।

94. সাম্প্রতিক কালে ব্যাকরণে কীসের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে —
(1) বিশুদ্ধ ব্যাকরণ শেখানোর উদ্দেশ্যে ।
(2) ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়মের অভ্যাস ।
(3) বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বাক্য গঠনরীতি এবং কাল (tense) অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ।
(4) দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাকরণ শেখানো ।

95. পাঠ বিশ্লেষণের সময় একজন শিক্ষার্থী নীচের কোনটি করে ?
(1) তথ্যগুলিকে একত্রিত অথবা সুবিন্যস্ত করার জন্য পড়ে বুঝতে চেষ্টা করে ।
(2) মূলবিষয়, ধারণা বা সারমর্ম বোঝার জন্য পাঠ্যবিষয়টি বারবার দেখতে থাকে ।
(3) অসংলগ্ন বর্ণনা থেকে কোন বিশেষ তথ্য মনোযোগ সহকারে খুঁজতে চেষ্টা করে ।
(4) পড়ার পর প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করে ।

96. দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের কোন স্তর পর্যন্ত নিজে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে — তা নির্ধারণ করতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নীচের কোন বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে —
(1) সংযোগ স্থাপনের জন্য সর্বনাম এবং সংযোজকমূলক অব্যয়ের ব্যবহার ।
(2) বর্ণনার সাথে অনুচ্ছেদটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে মেলানো ।
(3) অনুচ্ছেদটির সারমর্মের উপস্থাপনা ।
(4) ছাপার অক্ষরগুলি চিনবে এবং যেখানে অসুবিধা হবে সেখানে আঙ্গুলের সাহায্য দেখাবে ।

97. শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও আচরণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় —

(1) ঐকিক মূল্যায়ন (Unit Test)

(2) পার্বিক মূল্যায়ন (Summative Test)

(3) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনার নথি (Anecdotal Record)

(4) দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যের বিবরণ (Portfolio)

98. জানা অজানা বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং ফলপ্রসূ উপস্থাপনা — এই দুটি ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজন —

(1) মৌখিক যোগাযোগ স্থাপন ।

(2) পঠন ।

(3) ইন্টারনেটের সাহায্য গ্রহণ ।

(4) একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুণর্লিখন ।

99. শিখন প্রক্রিয়া সরল থেকে জটিল হতে থাকে । যদি কোন কারণে একজন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক জ্ঞান না থাকে তার জন্য নীচের কোন পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য :—

(1) দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) এবং/অথবা উদ্দেশ্য পরিকল্পিত নির্দেশ, কোন বক্তৃতা নয় ।

(2) সরাসরি বক্তৃতা এবং/অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য নির্দেশ (visual instructions) ।

(3) উচ্চস্তরের দৃষ্টিগ্রাহ্য নির্দেশ, কোন বক্তৃতা নয় ।

(4) সরাসরি বক্তৃতা এবং/অথবা উদ্দেশ্য পরিকল্পিত (manipulative) নির্দেশ ।

100. সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী, ভাষার একটি সুনিয়ন্ত্রিত উদ্দেশ্য আছে । এর অর্থ —

(1) ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সংযোগস্থাপন ।

(2) গ্রাম্য উচ্চারণগুলি অনুকরণ ।

(3) ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে শেখা ও নূতন কিছু জানা ।

(4) ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা ।

101. শ্রেণীকক্ষে খেলাধূলার মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সে বিষয়টি বাঞ্ছনীয় —

(1) অধিক সাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করা ।

(2) প্রযুক্তিমূলক কার্যাবলির তুলনায় কম দামী উপকরণের ব্যবহার ।

(3) মূল্যায়ণ এবং অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ।

(4) অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের প্রবণতা ।

102. ভাষাগত বিভিন্নতা রয়েছে এরূপ একটি শ্রেণীকক্ষে সুসংগতিপূর্ণ শিখন-পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নীচের কোন পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয়

(1) অনবরত মাতৃভাষা ব্যবহার করে ।

(2) লক্ষ্য ভাষার সুশৃঙ্খল প্রয়োগ ।

(3) শিক্ষণ প্রণালি ও যোগাযোগের উন্নতির জন্য সুসংগঠিত পারস্পরিক আদান প্রদান ও কার্যাবলির প্রয়োগ ।

(4) যখন লক্ষ্য ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে না তখন সেই সম্পর্কিত সুবিধা প্রত্যাহার করে ।

103. ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে "শব্দগত জ্ঞান উন্নয়ন" (Lexical development) বোঝায় —

(1) অর্জিত ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা ।

(2) ব্যাকরণগত উন্নয়ন পর্যায় ।

(3) বাক্যগঠন বা পদ বিন্যাস গত জ্ঞান অর্জন ।

(4) সামাজিক, ব্যক্তিগত ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ।

104. বিদ্যালয় সম্পর্কে লোকেদের কথাবার্ত্তা থেকে তুমি পাঁচটি ছোট ছোট মন্তব্য শুনবে । নীচের বিবৃতিগুলি পড়ো । এখন ক থেকে ঙ পর্যন্ত প্রতিটি বিবৃতির সাথে 1 থেকে 5 পর্যন্ত পাঁচজন বক্তাকে মেলাও । এই নথিভুক্ত আলোচনা দ্বিতীয়বার শুনবে । লক্ষ্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া নীচে উল্লিখিত কোন বিষয়ের সহায়ক —

(1) একটি শ্রবণগত মূল্যায়ন প্রণালী ।

(2) পঠনের অভ্যাসকে বাড়িয়ে তোলা ।

(3) শিক্ষণ প্রণালী যা ছাত্র ছাত্রীদের যোগ্যতার মানদণ্ড ।

(4) পঠন প্রক্রিয়া যা শ্রবণ প্রক্রিয়ার চাইতে অধিক প্রাধান্য পায় ।

105. 'কথাবলা' — কে একটি স্বতঃপ্রাপ্ত দক্ষতা হিসেবে ধরা হয় কারণ —

(1) কেবলমাত্র মাতৃভাষাই নির্ভুলভাবে শেখা সম্ভব ।

(2) সাধারণতঃ সুস্থ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কথা বলতে শেখে ।

(3) সাধারণতঃ শিক্ষকরা আশা করেন যে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব নেবে ।

(4) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (teaching aids) ব্যতীত শ্রেণীকক্ষে ভাষা শেখানো সম্ভব নয় ।

নির্দেশ : নিম্নপ্রদত্ত গদ্যাংশটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির (106 থেকে 114 নং প্রশ্ন) নিকটতম উত্তর নির্বাচন করুন ।

... রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন । তিনি একাই একটি সভা । ... তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম । এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে । ... কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন । তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম । আর-কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নুতন নুতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই । আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম । ... এক-একদিন ... তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম । এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন । ... তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না । ... যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি বিপজ্জনক ছিল । মুনিসিপাল-সভায়, সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত । তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান । বড়ো